বড়োবাজারে গ্রেফতার এক ব্যক্তি, উদ্ধার ১ কোটি

সোমবার মধ্য কলকাতার বড়োবাজার থানার পুলিশ সঞ্জীব কুমার সিং এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় নগদ ১ কোটি টাকা।

বিজেপি কর্মীর দেহ চুরিতে অভিযুক্ত পুলিশ

কলকাতা ও নানুর, ১০ সেপ্টেম্বর : নানুরের নিহত বিজেপি কর্মীর দেহ নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। পুলিশের বিরুদ্ধেই দেহ চুরির অভিযোগ তুলল মৃতের পরিবার ও বিজেপি নেতৃত্ব। সেই মর্মে এনটালি থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। মুকুল রায়ের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেহ চুরি করেছে পুলিশ। শুক্রবার পতাকা লাগানোকে ঘিরে তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষে বোমাবাজি হয় নানুরের রামকৃষ্ণপুর গ্রামে। গুলিবিদ্ধ হন বিজেপি কর্মী স্বরূপ গড়াই। তড়িঘড়ি তাঁকে বোলপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার রাতে মৃত্যু হয় ওই বিজেপি কর্মীর। সোমবার সকালের মধ্যে তাঁর ময়নাতদন্ত হয়ে গেলেও দলীয় কর্মী–সমর্থক বনাম পুলিশের টালবাহানায় দেহ নিয়ে যাওয়া যায়নি বীরভূমের নানুরে। সোমবার দিনভর টালবাহানার পর বিকেলে মৃতের স্ত্রী জানান, কলকাতা থেকে তখন দেহ নিয়ে নানুর যেতে গেলে রাত হয়ে যাবে। আর রাতের অন্ধকারে তিনি স্বামীর দেহ নিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না কারণ বীরভূমের পরিস্থিতি আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। বোমাবাজি বা এই ধরনের বড়ো কোনো ঘটনা ফের ঘটতে পারে। তাই তখন দেহ না নিয়ে মঙ্গলবার সকাল সাতটায় স্বামীর দেহ নিয়ে নানুরে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন মৃত স্বরূপ গড়াইয়ের স্ত্রী চায়না গড়াই। কিন্তু এদিন সকালে এনআরএস হাসপাতালে পৌঁছোলে দেখা যায়, হাসপাতালের মর্গে স্বামীর দেহ নেই। কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জানতে পারেন, পুলিশ সোমবার রাতে দেহ নিয়ে চলে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ অভিযোগ জানান ডেপুটি সুপারের কাছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বলেন, মৃতের পরিবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের হাতে কেন দেহ হস্তান্তর করা হবে না। তাঁদের না জানিয়ে অন্য কেউ কী করে দেহ নিয়ে গেল? ডেপুটি সুপার জানান, 'অভিযোগ অনুসারে ঘটনার তদন্ত হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে কিছু জানি না? কোনো নির্দেশ থাকলে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন। সেক্ষেত্রেও এই অভিযোগের কপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' তারপরই এনটালি থানায় অভিযোগ জানাতে যান বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ সর্দারের দাবি, পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতেই চাইছিল না। পরে চাপে পড়ে ডায়ারি করে। তবে সেই ডায়ারি এফআইআর করবে কিনা, সেটা ওনাদের ব্যাপার। বিজেপির আইনজীবী জানান, পরিবারকে না জানিয়ে পুলিশ মৃতদেহ চুরি করেছে। তাই এই বিষয়ে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছি। মামলার গুরুত্ব অনুসারে শীঘ্রই মামলাটির শুনানির জন্য আবেদন জানাব।

পুলিশের দাবি, দেহ ফেরত দেওয়ার জন্য পরিবারের লোকজনকে খোঁজা হয়েছিল। তাদের না পেয়েই কলকাতা পুলিশের ডিসি (পূর্ব) দেবস্মিতা দাস রাত ৯টা নাগাদ ২২টি গাড়ির কনভয় করে সিয়ান হাসপাতালে দেহ পাঠান। কিন্তু এদিন সকালে বোলপুরের প্রাক্তন সাংসদ ডক্টর অনুপম হাজরা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব মৃতের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বলেন, 'মৃতের পরিবারকে অন্ধকারে রেখে কেন পুলিশ দেহ নিয়ে চলে গেল। তাঁরা বোলপুর থেকে দেহ নেবেন না। ফের কলকাতায় এনে তাঁদের হাতে দেহ তুলে দিতে হবে। তারপর নিজেদের আগের কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্য বিজেপি দপ্তরে শ্রদ্ধা জানিয়ে নানুরে গিয়ে শেষকৃত্য করা হবে।' এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, 'আমার সঙ্গে লালবাজারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের কথা হয়েছিল কাল। তাঁদের বলেওছিলাম দেহ নিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র রাজ্য দপ্তরে শ্রদ্ধা জানানো হবে। তারপর প্রয়োজনে পুলিশই নানুরে নিয়ে যাবে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই রাজ্যের পুলিশ একজন শহিদকে সম্মান দিতে নারাজ। ইংরেজ আমলেও কাউকে ফাঁসি দেওয়ার আগে পরিবারকে জানানো হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখন মৃতদেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাও পরিবারকে জানানো হচ্ছে না।' এদিন সকালে দিল্লিগামী বিমান ধরার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা মুকুল রায় পুরো ঘটনার জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই দেহ নিয়ে পালিয়েছে পুলিশ। বাংলায় এখন পুলিশ রাজ চলছে। রাজ্যে কোনো গণতন্ত্র নেই। আইন অনুযায়ী কারও মৃত্যু হলে দেহ পরিবারের হাতে দেওয়ার নিয়ম।'

পালটা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'বিজেপি ওসব অনেক নাটক করবে। পুলিশ দিয়ে তৃণমূলকে দল চালাতে হয় না। ওরা কয়েকটা আসন পেয়েছে মাত্র। কিন্তু পায়ের নীচে মাটি নেই। তাই এসব বলছে।'

অন্যদিকে, বোলপুরের সার্কেল ইনস্পেকটর সকালেই মৃত স্বরূপ গড়াইয়ের বাড়িতে একটি নোটিশ সাঁটিয়ে এসেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, বিজেপি নেতার দেহ বোলপুর সিয়ান হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। সেখান থেকে শীঘ্রই যেন দেহ সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত দেহ নিতে অস্বীকার করলেও সন্ধেবেলা নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবার ও বিজেপি নেতারা দেহ নেওয়ার জন্য বোলপুরে পৌঁছোন। কিন্তু হাসপাতালের তরফে বলা হয়, দেহ যখন আনা হয়েছিল, তখন মর্গে ঢোকানোর আগে এসডিপিও–র অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তাই দেহ নেওয়ার সময়ও এসডিপিও–র অনুমতি লাগবে। এই নিয়ে বচসা শুরু হয়। উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। উত্তেজিত জনতা হাসপাতাল চত্বরে ভাঙচুর চালায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। বিরাট পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা হাসপাতালের সামনের রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না দেহ দেওয়া হবে, ততক্ষণ অবরোধ চলবে। যদিও অনুমতি নেওয়ার জন্য পরে এসডিপিও অফিসে যান মৃতের পরিবার ও বিজেপি নেতারা।

বোলপুর হাসপাতালে ধুন্ধুমার

বিজেপি কর্মী স্বরূপ গড়াইয়ের দেহ নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে বোলপুরের হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ দলীয় কর্মী–সমর্থকদের। – ইন্দ্রজিৎ রায়

এসটিএফ শক্তিশালী করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এবার বড়ো পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকে (এসটিএফ) এবার রাজ্যস্তরে উন্নীত করে পৃথক বিভাগ (ডিরেক্টর) গঠন করা হল। ঢেলে সাজানো হল এই বিভাগকে। দার্জিলিংয়ের আইজি অজয়কুমার নন্দ এর আইজি হলেন। ডিআইজি (অপারেশন) নিশান্ত পারভেজকে ডিআইজি পদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পর কলকাতা পুলিশে ফেরানো হল দক্ষ আইপিএস দময়ন্তী সেনকে। তিনি অতিরিক্ত কমিশনারের (তিন) দায়িত্ব পেয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্কস্ট্রিটে গণধর্ষণ নিয়ে তোলপাড় উঠেছিল রাজ্যে। সদ্য পালাবদলের পর ক্ষমতায় আসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘটনাকে 'সাজানো' বলে তকমা দিয়েছিলেন। কলকাতা পুলিশের তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর দাবি খণ্ডন করে ওই ঘটনা গণধর্ষণ বলে প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন। এরপর কলকাতা পুলিশ থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়। দীর্ঘ প্রায় আটবছর পর তাঁকে কলকাতা পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত কমিশনারের (তিন) দায়িত্বে আনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলও। অন্যদিকে, এসটিএফের কাজের গুরুত্ব, পরিধি সবই বৃদ্ধি হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, টাকা নয়ছয়, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, নকল টাকা, মাদক, বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে নজরদারি, অপরাধীদের ধরা, অপরাধ উন্মোচন ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব এই বাহিনীর ওপর আছে। জঙ্গি মোকাবিলা, জঙ্গিদের অর্থ সরবরাহ ইত্যাদিও দেখছে তারা। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জঙ্গিদের ধরে আনা এসটিএফের বড়ো কৃতিত্ব। এদিনও চেন্নাই থেকে জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে এনেছে এই বাহিনী।

নবান্ন সূত্রে প্রকাশ, এসটিএফে একজন করে এডিজি ও আইজি ছাড়া ২ জন ডিআইজি, ৪ জন এসপি মর্যাদার আধিকারিক থাকবেন। সুনীলকুমার যাদবকে এসটিএফের এসপি করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে জেএমবি জঙ্গিদের সক্রিয়তা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন রাজ্য। কলকাতা সহ দেশের অন্য রাজ্য থেকে জেএমবি জঙ্গিদের গ্রেফতারও করেছে এসটিএফ।

আগামীবছর কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কলকাতা পুলিশকেও শক্তিশালী করছে রাজ্য। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (চার) হয়েছেন সুপ্রতিম সরকার। অমিত পি জাভালগিকে আইবি–র এসএস পদেই বহাল রেখেছে রাজ্য।

চেন্নাই থেকে আরও এক জেএমবি জঙ্গি গ্রেফতার

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : আবারও এক জেএমবি জঙ্গি ধরা পড়ল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্সের হাতে। চেন্নাইয়ের থোরিয়াপক্কনম এলাকার একটি বাড়ি থেকে মঙ্গলবার ভোর রাতে এসটিএফ তাকে গ্রেফতার করেছে। বছর ৩৫–এর ওই জঙ্গির নাম আসাদুল্লা শেখ। তার আসল বাড়ি বর্ধমান জেলার ভাতারে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরপরই জেএমবির বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ মডিউলের কমবেশি সব সদস্যই দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে আসাদুল্লা একজন। বীরভূমের ইজাজের সমসাময়িক এই জঙ্গি তার মতোই মঙ্গলকোটে সিমুলিয়া মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণ নেয়। পরবর্তীকালে সে নিজেই হয়ে ওঠে প্রশিক্ষক।

খাগড়াগড় পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি কিছুটা ঠান্ডা হলে দলছুট সদস্যদের একজোট করতে নেমেছিল কওসর ও সংগঠনের প্রধান সালাউদ্দিন। সেই সময়ই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে আসাদুল্লা। বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের জন্য সংগঠনের ধুলিয়ান মডিউলকে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিস্ফোরণের চূড়ান্ত পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করার মধ্যে আসাদুল্লাও ছিল। ইজাজের সঙ্গী হিসেবেই কাজ করেছিল সে। এসটিএফ গোয়েন্দাদের দাবি, মূলত চেন্নাইকে কেন্দ্র করে তার কাজকর্ম চালালেও কয়েক মাস আগে এরাজ্যে ঘুরে গিয়েছে আসাদুল্লা। জেএমবির কয়েকটি পুরোনো ঘাঁটিতে গিয়ে সে অনুগতদের সঙ্গে দেখাও করেছে। সম্প্রতি ইজাজের সহযোগী কাশেমকে গ্রেফতার করার পরই আসাদুল্লার নাম উঠে আসে। তার কাছ থেকেই আসাদুল্লার চেন্নাইয়ের ডেরার হদিস পান গোয়েন্দারা। যদিও এই আশঙ্কা করেই কাশেম গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আসাদুল্লা। গোয়েন্দারা শেষমেশ তাকে ধরতে জাল বিছান। আর তাতেই ধোঁকা খেয়ে নিজের ডেরায় ফেরা মাত্র তাকে পাকড়াও করে এসটিএফ। জানা গিয়েছে, জাল পরিচয়পত্র দিয়ে সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। তার ঘরে তল্লাশি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন গোয়েন্দারা। ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে কলকাতায় আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ব্যাশনে স্মার্ট কার্ড চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : র‌্যাশন গ্রহীতাদের জন্য এবার স্মার্ট কার্ড চালু করছে রাজ্য সরকার। এদিন থেকে তা বিলি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সব পুরসভা, ব্লক স্তরে ১৫ দিনের জন্য শিবির করে তা দেওয়ার কাজ চলবে। সম্প্রতি বিধানসভায় র‌্যাশনের পণ্য গ্রহীতা ও শুধুমাত্র কার্ড রাখা গ্রাহকদের নিয়ে সমীক্ষা করার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সেই বিষয়ে বিধানসভা ভবনে সর্বদলীয় বৈঠকও হয়। ঠিক হয়েছে, শুধুমাত্র পরিচয়পত্রর জন্য যাঁরা র‌্যাশন কার্ড রাখেন (বিশেষত উচ্চবিত্ত) ও যাঁরা নিয়মিত পণ্য নেন, তাঁদের আলাদা কার্ড দেওয়া হবে। এই মর্মে কাজও শুরু করেছে রাজ্য। এদিন থেকে এই বিষয়ে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। ১২৭ টি পুরসভা, ২২টি পুরনিগম ও ৩৪৮টি ব্লকে এই কাজ চলবে। এর জন্য এক নামি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে রাজ্য। ইতিমধ্যে এই সংস্থার পণ্য র‌্যাশন দোকানের মাধ্যমে বিক্রিও হয়। ভরতুকির পণ্য না মিললেও স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকরা ওই সংস্থার পণ্য র‌্যাশন দোকান থেকে বেশ কিছুটা কম দামে পাবেন বলে জানা গিয়েছে।

নবান্ন অভিযানের ডাক

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : সকলের জন্য শিক্ষা, কাজ না হলে বেকার ভাতার দাবিতে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর হুগলির সিঙ্গুর থেকে পদযাত্রার মাধ্যমে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বামপন্থী ১২টি ছাত্র ও যুব সংগঠন। সেই মিছিল ১৩ সেপ্টেম্বর নবান্নের সামনে হাজির হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেবে। তাদের ওই অভিযানের কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে একমাস আগে পুলিশের অনুমতি চাওয়া হলেও এদিন পর্যন্ত সেই অনুমতি পাওয়া যায়নি। এর ফলে তাদের কর্মসূচি ঘিরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য দায়ী থাকবেন পুলিশ প্রশাসন ও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই কথা বলেন সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই–এর রাজ্য সম্পাদক সায়নদীপ মিত্র। তিনি অভিযোগ তোলেন, তাঁদের ওই নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ থাকলেও যেকোনো অবস্থার মোকাবিলা করতে তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন।

তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএ) তহবিল তছরুপের অভিযোগ ঘিরে তদন্ত কমিটি গঠন করল সর্বভারতীয় চেস ফেডারেশন (এআইসিএফ)। সভাপতি পি আর ভেঙ্কটরামা রাজা এক বিবৃতিতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছেন। যে তিন সদস্য সবপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তিন মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেবে এআইসিএফ কর্তৃপক্ষকে।

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল নেতার ওপর হামলায় নাবালক সহ ধৃত ৫

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : মধ্যমগ্রামে কমদতলায় তৃণমূল কার্যালয়ে নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার হল এক নাবালক সহ ৫ জন। ধৃতদের ৪ দিনের পুলিশ হেপাজত দিয়েছে আদালত। নাবালকের জুভেনাইল কোর্টে বিচার চলছে। তাকে হোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারপতি। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাখাল নন্দী এখনও অধরা। মঙ্গলবার রাত ৮.২০ নাগাদ ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে দলীয় কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মধ্যমগ্রাম টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিনোদ সিং ওরফে রিঙ্কু। সঙ্গী ছিলেন আর এক তৃণমূল নেতা দীপক বসু। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চার রাস্তার মোড়ে অবস্থিত ওই কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় চারদিক থেকে ৬ জন দুষ্কৃতী এসে আচমকাই হামলা চালায় তাঁদের ওপর। যার মধ্যে দু'জনের মাথায় হেলমেট ছিল, বাকিদের মুখ খোলাই ছিল। প্রথমে বোমাবাজি করে। বোমের আঘাতে গুরুতর জখম হন বিনোদ সিং। আহত হন দীপক বসুও। বাঁচার জন্য পালিয়ে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে যান রিঙ্কু। সেই সময় এক দুষ্কৃতী গুলি চালাতে চালাতে ভিতরে ঢোকে। বাকিরা বাইরে পাহারা দেয়। ভিতরে ঢুকে ওই দুষ্কৃতী রিঙ্কুকে লক্ষ্য করে পরপর দুটি গুলি করে প্রায় তিন মিনিট পর বেরিয়ে আসে। তারপর বন্দুক উঁচিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে যশোর রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিনোদ সিংকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন দুপুরেই তাঁর পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে বন্ড সই দিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মধ্যমগ্রাম থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই আততায়ীদের চিহ্নিত করা হয়। মঙ্গলবার সকালেই গ্রেফতার হয় ৫ জন। তাদের মধ্যে একজন নাবালক। বাকিদের মধ্যে দু'জন দিল্লির দুই সুপারি কিলার বাচ্চু ওরফে সোমনাথ দত্ত এবং প্রাণ সিং। এছাড়াও গ্রেফতার হয়েছে ঈশ্বর ওঁরাও ও অমিত হালদার নামে দু'জন। পুলিশে জানায়, ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে থেকে রেইকি করে অপারেশন চালানো হয়। তৃণমূল নেতা রিঙ্কুর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল দুষ্কৃতীরা। এমনকি ওই কার্যালয়ের সামনের চারদিকের চারটি রাস্তা যশোর রোডে গিয়েছে। যার ফলে এলাকায় লোক থাকা সত্ত্বেও সহজেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তারা দুটি বাইকে চড়ে এসেছিল। ঘটনাস্থলের বেশ কিছুটা দূরে বাইক রাখা ছিল।

এসম্পর্কে অভিযোগের তির বিনোদ সিংয়ের একসময়ের বন্ধু রাখাল নন্দীর বিরুদ্ধে। সিন্ডিকেট, তোলাবাজি এমনকি খুনের ঘটনার মতো বহু মামলায় রাখালের নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রোমোটিং এবং সিন্ডিকেটের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সম্প্রতি বাদুতে একটি জমি দখলকে কেন্দ্র করে ওদের বচসা চরমে ওঠে। রাখালও তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। এসম্পর্কে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূলের দুই নেতার সিন্ডিকেটের টাকা ভাগ নিয়েই সংঘর্ষ হয়েছে।' পালটা উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'ঘটনায় যে ৫ জন এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে তারা সকলেই বিজেপি কর্মী। টাকা নিয়ে কারোর মধ্যে ঝামেলা থাকতেই পারে, আমার তা জানা নেই। তবে ব্যারাকপুর সাংসদ কোনোদিন এই এলাকা ঘুরেও দেখেননি। তা সত্ত্বেও হঠাৎ সেখানে গিয়ে বিবৃতি দিতে গেলেন কেন? উনি নিজের এলাকাটা বরং ভালো করে দেখুন। ওখানে বোমাবাজি, গুলি চলছেই। বাঙালি বনাম অবাঙালিদের মধ্যে বিবাদ চলছে।' অর্জুন সিং এর উত্তরে বলেন, 'একজন রাজনৈতিক নেতা হয়ে উনি কি করে বাঙালি–অবাঙালি বিভেদ করেন।'

অন্যদিকে, ভাটপাড়ার জগদ্দলে ফের শুটআউটের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সন্ধেবেলা জগদ্দলের কলাবাগান একনম্বর লাইনে জুটমিলের শ্রমিক বীরেন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে চার–পাঁচজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। বীরেন্দ্র মণ্ডলকে বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। বাঁচার জন্য বাইরে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বীরেন্দ্রর কান ঘেঁষে প্রতিবেশী এক মহিলা মমতাজ বেগমের পায়ে লাগে। তাঁদের দু'জনকে উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। পরে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় অভিযোগের তির স্থানীয় দুষ্কৃতী আকাশ প্রসাদের দলবলের বিরুদ্ধে। ভাটপাড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরপর শুটআউটের ঘটনায় বিজেপি নেতা মুকুল রায় তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলার তিন জায়গায় গুলি চলল। সারা বাংলাজুড়ে অরাজকতা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশমন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ। অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।'

মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ মুকুলের

বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে বিশেষজ্ঞ দল। – পিটিআই

বউবাজারের ক্ষতির পরিমাণ দেখলেন বিশেষজ্ঞরা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বউবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পরিদর্শনে যান একটি বিশেজ্ঞের দল। এদিন তাঁরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি বাড়ির অবস্থা খতিয়ে দেখেন। বাড়িগুলির কোনটি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বিশদে রিপোর্ট পাওয়ার পর তাদের ক্ষতিপূরণের অঙ্কের পরিমাণ ঠিক করা হবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামতির কাজ শেষ হলেই আবার টানেল তৈরির কাজ শুরু হবে। দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামতির কাজ ধাপে ধাপে করা হবে। এদিকে সোনার দোকানগুলির কারিগরদের তরফে জানানো হয়েছে, স্যাকরাপাড়া লেনের বেশকিছু বাড়ির মধ্যে তাঁদের কয়েক কিলো সোনা পড়ে রয়েছে। সেগুলি অবিলম্বে উদ্ধার করা দরকার। উদ্ধার করা না গেলে সমতুল ক্ষতিপূরণও তাঁদের দিতে হবে। ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর নির্মাতা কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রতি ঘণ্টায় মাটির স্তরের পরিবর্তন নথিভুক্ত করা হচ্ছে। জন এনডিক্টরের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞের দল ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরবর্তী করণীয় স্থির করছেন। মেট্রোর সুড়ঙ্গে কংক্রিটের তিনটি দেয়াল তৈরির কাজ সোমবারই শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর সুড়ঙ্গে আবার জল ভরতি করার কাজ শুরু হচ্ছে। যেসব বাড়ির নতুন করে ধসে পড়ার আশঙ্কা নেই বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেইসব বাড়ির বাসিন্দাদের ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনা হবে।

এদিকে, বউবাজারে ভূগর্ভস্থ অ্যাকুইফারে জল বেরিয়ে আসায় সেই জায়গায় অন্যান্য এলাকার অ্যাকুইফার থেকে উচ্চচাপে জল এসে সেখানে মিশতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের গবেষকদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, আশপাশের অ্যাকুইফারে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড সহ অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান থাকলে তা এখানকার ভূগর্ভস্থ জলে মিশে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই এলাকার ভূগর্ভস্থ জলের মান দূষিত হয়ে গিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত। ওই বিভাগের শিক্ষক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের ডিরেক্টর পঙ্কজকুমার রায় বলেন, এলাকার জল দূষিত হয়েছে কিনা তা জানা নেই, কিন্তু যেভাবে অ্যাকুইফারে জলের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে তাতে এলাকার জল–পকেটগুলির সমীক্ষা করা দরকার। উল্লেখ্য, আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের প্রকোপ সাধারণত ভূগর্ভের অল্প নীচে দেখা যায়। কিন্তু বেশি গভীরে এইসব ক্ষতিকর পদার্থ থাকে না। বউবাজারে যে অ্যাকুইফার থেকে জল বেরিয়ে আসে তার অবস্থান ভূগর্ভের বেশি গভীরে নয়। তাই এই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। কারণ, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। ওই এলাকার জলে তা মিশে গেলে বড়ো বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় ৫০ মিটারের জলের পাইপলাইন সংযোগ তারা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে জল সরবরাহ দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, পুরসভা ওই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করে। কাজেই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন হয় না।

কলকাতার রাস্তায় মহরমের অনুষ্ঠান। ছবি : রাজীব মণ্ডল

শিয়ালদা উড়ালপুল বন্ধ থাকবে ১৫ দিন

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : শিয়ালদা উড়ালপুলের ভার কমাতে সেখান থেকে ট্রামলাইন তুলে ফেলা হবে। এমনকি উঠিয়ে দেওয়া হবে ফুটপাথও। উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা কেএমডিএ কর্তাদের এই দাওয়াই বাতলেছেন। গতমাসে উড়ালপুলটি বন্ধ রেখে তার ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, সেতুর অবস্থা মোটামুটি ভালো আছে। কিন্তু তার কিছু ভার কমিয়ে দিলে সেটির আয়ু বাড়বে। এই রুটে ট্রাম চলাচল আগেই বন্ধ হয়েছিল। এবার ট্রামলাইনটিও উপড়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে তুলে দিতে বলেছেন দু'পাশের ফুটপাথ। বিশেষজ্ঞরা কেএমডিএ কর্তাদের জানিয়েছেন, উড়ালপুলের ওপরের রাস্তা মেরামতির সময় বারেবারে বিটুমেন ঢালা হয়েছে। এতে পুলের ওপর অনর্থক ভার বাড়ানো হয়েছে। প্রতি বর্গফুট এলাকায় কমপক্ষে ২০ কিলোগ্রাম বাড়তি বিটুমেনের ওজন চাপানোর কোনো মানেই হয় না। তাই সেগুলিকে চেঁছে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, উড়ালপুলের ভার কমাতে এই তিন দফা কাজ করতে গেলে সেটি কমপক্ষে ১৫ দিন বন্ধ রাখা প্রয়োজন। কলকাতার উত্তর–দক্ষিণ সংযোগকারী এই সেতু দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এমনিতেই কলকাতা পুলিশের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তার ওপর টানা ১৫ দিন বন্ধ রাখলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে ট্রাফিক দপ্তরের আশঙ্কা। তাই কাজ কোনোমতেই পুজোর আগে করা সম্ভব নয় বলে তাদের অভিমত।

এদিকে, চিংড়িহাটা উড়ালপুলটির সংস্কারের জন্য আবারও তা ১০০ ঘণ্টা বন্ধ রাখার প্রয়োজন বলে কেএমডিএ জানিয়েছে। এই উড়ালপুলটি খুব অল্প সময়ের জন্য বন্ধ রেখে মেরামতি করা হয়েছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয় বলে কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে। উড়ালপুলটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা পুরোপুরি শেষ করতে আরও ১০০ ঘণ্টা তা বন্ধ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কেএমডিএ–র তরফে যে সংস্থাকে পুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা আগামী সপ্তাহে রিপোর্ট দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপাতত এই উড়ালপুলের ওপর দিয়ে শুধুমাত্র হালকা যানবাহন চলাচল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সেতুটি বন্ধ হলে সেক্টর–৫ ও রাজারহাটগামী যাত্রীদের প্রচণ্ড ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুজোর আগে কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ সব উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ সেরে নিতে চাইছে।

মমতাকে কটাক্ষ স্মৃতি ইরানির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিচারিতা করছেন বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি কটাক্ষ করেছেন। প্রতিবেশী অসমের এনআরসি তালিকায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ কংগ্রেস, বাম দলগুলিও। রাজ্যে এনআরসি কোনোভাবে হবে না, এই মর্মে গতসপ্তাহে বিধানসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাবও (বিজেপি বাদে) গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কাজ নিয়ে রাজ্যে প্রচারে এসেছেন স্মৃতি ইরানি। এদিন দুপুরে রাজারহাটের এক নামি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। পরিষ্কার ও দৃঢ়ভাবে জানান, কোনো প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম এনআরসি তালিকায় বাদ যাবে না। দেশের নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে দাবি করেন। এনআরসি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে বিঁধে বলেন, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কী এতেই প্রমাণিত হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জানান, একজন ভারতীয় নাগরিককেও দেশ ছাড়তে হবে না। তবে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় নীতি বিরোধী অবস্থান নিয়েও সমালোচনা করেন স্মৃতি ইরানি। ক্ষুব্ধভাবে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুদ্ধংদেহি অবস্থানে রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রের দেওয়া বহু সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষক, মহিলা ও শিশুদের কাছে তা পৌঁছোচ্ছে না।' রাজ্য সরকার শিল্প আসাও বন্ধ করে দিয়েছে বলে তোপ দাগেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে পরিষ্কার যে, রাজ্যবাসী পরিবর্তন চাইছেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে স্মৃতি ইরানির দাবি, ওখানে এরপর কোনো গুলি, বুলেট চলেনি। কোনো হিংসার খবর নেই। প্রতিবেশী পাকিস্তান জঙ্গিদের পাঠিয়েছে বলে যে খবর আছে, তার মোকাবিলায় প্রশাসন ও পুলিশ সমর্থ বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, এনআরসি নিয়ে ইতিমধ্যে বিধানসভায় এককাট্টা হয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কলকাতায় পদযাত্রা করবে তৃণমূল। বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু পৃথকভাবে এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন।

পিকের মোকাবিলায় প্রস্তুতি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনগুলিতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করছে বিজেপি নেতৃত্ব। এর জন্য ৭৮ জন রাজ্য নেতাকে ২৬টি কমিটিতে ভাগ করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ৪২টি লোকসভা ও ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বে কারা থাকবেন, তাও ঠিক করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংগঠনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জেলাগুলির রিপোর্টও চেয়েছেন রাজ্য নেতৃত্ব। অতি সম্প্রতি দলের জাতীয় স্তরের নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেননের উপস্থিতিতে দলের পর্যালোচনা বৈঠক হয়। সেখানে এই ২৬টি কমিটি গঠন হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। ২০২১–এর বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দায়িত্ব পেয়েই নিজের 'টিম' নিয়ে জোরকদমে কাজও শুরু করেছেন পিকে। যা নিয়ে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের জেরবার অবস্থা। পিকের পরামর্শে এলাকায় গিয়ে নিবিড় জনসংযোগ করতে হচ্ছে তাঁদের। অন্যদিকে, আমজনতার মন জয়ের লক্ষ্যে এই কাজ করবে বিজেপিও। ২৬টি কমিটিতে বিভক্ত ৭৮ জন নেতাকে জনসংযোগের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে দুই মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরিকে আপাতত এর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

এদিকে, বিজেপি প্রচার করছে, তাদের উত্থানে ভীত তৃণমূলনেত্রী ভিনরাজ্যের নেতা প্রশান্ত কিশোরকে তাঁর দল চালানোর জন্য ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রশান্ত কিশোর নিজে অন্য একটি রাজনৈতিক দল জেডি (ইউ)–এর নেতা। সেই দলটি আবার এনডিএ–র অন্যতম শরিক। কাজেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে তাদেরই শরিক দলের নেতাকে ডাকতে হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের গড়া দল চালানোর ব্যাপারে নিজের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। তিনি বুঝে গিয়েছেন, বিজেপির কাছে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর পরাজয় অনিবার্য।